তারিখ ... 28 JUN 1995
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৫

আজকের কাগজ

৪৩

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলোতে অবৈধ অস্ত্রধারীর সংখ্যা ৭ শতাধিক, বহিরাগত ২৭০

নিউজ মিডিয়াঃ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলোতে প্রায় ৭ শতাধিক অবৈধ অস্ত্রধারী অবস্থান করছে। এর মধ্যে বহিরাগত অস্ত্রধারীর সংখ্যা প্রায় ২৭০ জন। বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের প্রত্যক্ষ আশ্রয় ও প্রশ্রয় নিয়ে দাপটের সঙ্গে এই অস্ত্রধারীরা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস নিয়ন্ত্রণ করে। অস্ত্রধারীদের কাছে রয়েছে অত্যাধুনিক অস্ত্র। সূত্রমতে, অবৈধ অস্ত্রধারীদের অর্থের যোগান দিয়ে থাকে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের বড় ভাইরা। এর বাইরে এলিফ্যান্ট রোড, গাউসিয়া, বাকুশাহ মার্কেট, নিউ মার্কেট, শাহবাগ থেকে চাঁদা আদায়ের মাধ্যমে মোটা অংকের অর্থ তারা সংগ্রহ করে।

জানা গেছে, জহুরুল হক হল, মোহসীন হল, সূর্যসেন হল, জসিম উদ্দিন হল, এফ রহমান হল, এফ এইচ হল, বঙ্গবন্ধু শেখ মজিবুর রহমান হল, জিয়াউর রহমান হল ও জগন্নাথ হলে অস্ত্রধারীদের ঘাঁটি রয়েছে। পুলিশ হল তল্লাশির আগেই আগাম খবর পৌঁছে যায়, যার ফলে তল্লাশি চালিয়েও অস্ত্র খুঁজে পাওয়া যায় না। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বাধিক সংঘাত এবং গোলাগুলি বিনিময় হয়েছে ১৯৮৮, ১৯৮৯ ও ১৯৯০ সালের গণ অভ্যুত্থানের আগে। এসব অস্ত্র আজও উদ্ধার হয়নি। নাম প্রকাশ্যে অনিচ্ছুক একটি ছাত্র সংগঠনের অস্ত্রবাজ হিসেবে অবস্থানকারী একজন ক্যাডার বলেন, ক্যাম্পাসে পিস্তল, রিভলবার ও বোমা আজ সাধারণ অস্ত্র। বন্দুক, সাব মেশিনগান, মর্টার পর্যন্ত তাদের সংগ্রহে রয়েছে। অস্ত্রধারীদের নিজেদের মধ্যেও পারস্পরিক বিশেষ যোগাযোগ রয়েছে। ক্যাম্পাসে দু'টি সংগঠন যুদ্ধে লিপ্ত হলে বাইরের অস্ত্রধারীদেরও জড়ো করা হয়। প্রতিটি ছাত্র সংগঠনের অস্ত্রধারীদের দল-উপদল রয়েছে। এরা চাঁদাবাজির প্রশ্নে একে অপরের প্রতিদ্বন্দ্বী।

এই অস্ত্রধারীরা নিজস্ব আনন্দ-বেদনা প্রকাশ করে গুলি ফুটিয়ে। জহুরুল হক হলের একজন অস্ত্রধারী এখন অনেক টাকার মালিক। এই টাকা এসেছে ক্যাম্পাসের ঠিকাদারদের কাছ থেকে চাঁদা আদায়ের মাধ্যমে। অস্ত্রধারীদের একটি বড় অংশ পিডব্লিউডি ও ফ্যাসিলেটিজ ডিপার্টমেন্টে ঠিকাদারী ব্যবসায় অথবা বাদ-বাজিতে জড়িয়ে পড়েছে।